যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টাশুল্কে ইউরোপে নতুন বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ

সংগৃহীত ছবি

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টাশুল্ক কার্যকরের ফলে ইউরোপীয় বাজারে নতুন প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ এখন সুবিধা ও শঙ্কার মিশ্র অবস্থায় রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টাশুল্ক কার্যকর হওয়ায় বিশ্ববাণিজ্যে শুরু হয়েছে নতুন প্রতিযোগিতা। এখন বাংলাদেশকে ২০ শতাংশ বাড়তি শুল্ক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রফতানি করতে হচ্ছে। তবে প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামের সমান এবং ভারতের চেয়ে কম শুল্ক হওয়ায় কিছুটা সুবিধায় আছে বাংলাদেশি রফতানিকারকরা।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রফতানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি ইনামুল হক খান বাবলু বলেন, “আমরা এখন বড় অর্ডার নিতে পারবো, ছোট অর্ডারও করতে পারবো। আমাদের বড় ও পরিবেশবান্ধব কারখানার সংখ্যা ২৫৯টি। ফলে আমরা প্রতিযোগিতায় বেশ ভালো অবস্থানে আছি।”

তবে শঙ্কার জায়গাও আছে। উচ্চশুল্কে পণ্যের দাম বাড়লে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা ক্রয় কমিয়ে দিতে পারে, যা রফতানিতে প্রভাব ফেলতে পারে।

পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. মাসরুর রিয়াজ বলেন, “বাংলাদেশের পোশাক খাত খুবই প্রাইস সেন্সিটিভ। দাম সামান্য বাড়লেই চাহিদা পড়ে যায়। তখন রিটেইলার ক্ষতিগ্রস্ত হলে রফতানিকারকরাও ক্ষতির মুখে পড়বে।”

অন্যদিকে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশুল্কের কারণে অনেক দেশ এখন ইউরোপের দিকে ঝুঁকছে। এতে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হতে পারে।

সিপিডির গবেষণা পরিচালক ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, “চীন ও ভারতের মতো দেশ মার্কিন বাজারে রফতানি কমালে তারা ইউরোপীয় বাজারে বিকল্প সুযোগ খুঁজবে। এতে বাংলাদেশের জন্য এক ধরনের অসম প্রতিযোগিতা তৈরি হতে পারে।”

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, শুধু পোশাক নয়, রফতানিতে টিকে থাকতে পণ্যের বৈচিত্র্য আনতে হবে।

ড. মাসরুর রিয়াজের মতে, “চীন যুক্তরাষ্ট্রে সীমাবদ্ধতার মুখে পড়লে ইউরোপে আরও আগ্রাসীভাবে প্রবেশ করবে। এতে বাংলাদেশের জন্য প্রতিযোগিতা আরও বাড়বে।”

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের ট্যারিফ কার্যকর হলেও দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি এখনো স্বাক্ষর হয়নি। দ্রুত সময়ের মধ্যে তা সম্পন্নের প্রস্তুতি চলছে।